

# ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-৮)

## ইসলাম মেনে কি মেয়েদের পক্ষে চলচ্চিত্র, নাটক করা সম্ভব?

না! অসম্ভব! কারণ চলচ্চিত্র, নাটক এগুলো ইসলামে বলতে গেলে নিষিদ্ধ। ইরানের উদাহরণ এক্ষেত্রে অর্থহীন। ইরানে মেয়েরা যেভাবে সিনেমা, নাটক করছে কঠোরভাবে ইসলাম মানলে তাও সম্ভব হতো না। সাধারণভাবে সিনেমা, নাটক বলতে আমরা যা বুঝি ইসলাম মেনে তা মেয়েদের পক্ষে করা অসম্ভব। **Bed scene, Kissing** এর কথা না হয় বাদই দিলাম। সিনেমা নাটকে সাধারণ কথোপকথন, অভিনয় এগুলো সবই নারীর জন্য নিষিদ্ধ। কারণ নারীরা সিনেমা, নাটক করলে লক্ষ লক্ষ পুরুষ তাদের দেখে ফেলবে, তাদের কণ্ঠস্বর শুনে ফেলবে। তাছাড়া সিনেমা, নাটক করতে গেলে নারীকে অসংখ্য বেগানা পুরুষের সামনে আসতে হবে, কথা বলতে হবে যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা হলো ইসলামের আলোকে সমাজ গড়লে ঐ সমাজের মেয়েরা তাদের পিতামাতার কাছে কখনো - ‘আমি সিনেমায় নামবো, অভিনেত্রী হবো’ - একথা বলার সাহস পাবে না। আর পেলেও পিতামাতা তাদের কখনোই অনুমতি দিবেনা। তাই প্রমাণ হয় ইসলাম মেনে মেয়েদের সিনেমা, নাটক করা সম্ভব না।

## ইসলাম মেনে মেয়েদের পক্ষে ডুবুরী হওয়া সম্ভব?

প্রথমত ডুবুরী প্রসংগ আনলাম এই কারণে যে বাংলাদেশে প্রায়ই লঞ্চডুবি হয়

এবং লাশ উদ্ধার করার জন্য প্রায়ই ডুবুরীর প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে কোন নারী ডুবুরী আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। ইসলাম মেনেও মেয়েদের পক্ষে ডুবুরী হওয়া সম্ভব না একবারেই। বোরখা পড়ে একটি মেয়ে কোনদিন পানির নিচে সাঁতাড় কাটতে পারবে না। পারলেও সেটা হাস্যকর হবে। মেয়েদের সাঁতার কাটতে হলে হাত পা দ্রুত সঞ্চালন করতে হবে। অথচ এটা নিষিদ্ধ। [ দ্র : সূরা নূর ২৪:৩১ আয়াতের শেষাংশ] ডুবুরী হতে হলে ডুবুরীর পোশাক পরতে হবে যা শরীরের সাথে লেগে থাকে। ডুবুরী হতে হলে মেয়েদের অসংখ্য পুরুষের সামনে আসতে হবে। এটা নিষিদ্ধ। ডুবুরী মেয়েকে পুরুষের লাশও বহন করতে হতে পারে। অথচ পরপুরুষ ছোঁয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। অনেকে বোকার মত বলতে পারেন, ‘মেয়েরা মেয়েদের লাশ বহন করবে, ছেলেরা ছেলেদের লাশ বহন করবে।’ এটা একেবারেই অবাস্তব। কারণ লঞ্চডুবি বা অন্য কোন দুর্ঘটনার সময় কখনোই নারী-পুরুষের লাশ পৃথক হয়ে থাকবে না। আর পানির নিচে বিপদের সময় এসব কথা কারো মাথায় আসবেও না। তখন হাতের কাছে যার লাশ পাওয়া যায় -সে পুরুষের হোক নারীর হোক- তাকে উদ্ধার করতে হবে। অথচ এটা করলে ইসলাম অমান্য করা হয়। তাই ইসলাম মেনে মেয়েদের ডুবুরী হওয়া অসম্ভব।

ইসলাম মেনে মেয়েদের পক্ষে কি সাঁতার হওয়া অথবা সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব?

না! সম্ভব না! কারণ ইসলাম মেয়েদেরকে পর্দা করতে বলেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে। ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে। বোরখাই সর্বোত্তম। এসব রক্ষণশীল পোশাক পড়ে কখনোই নারীর পক্ষে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে মেয়েদেরকে সুইমিং কস্টিউম পরতে হবে। সুইমিং কস্টিউমে শরীর দেখা যায় আর তথাকথিত শরীর ঢাকা সুইমিং কস্টিউমও ইসলামসম্মত নয় কারণ তা শরীরের সাথে আঁটশাঁটভাবে লেগে থাকে। তাছাড়া ইসলামে মেয়েদের পরপুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ/ নিরুৎসাহিত। তাদের সামনে লম্ফ, বম্ফ

করাও নিষিদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রকৃত ইসলামি সমাজ কখনো মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেবেনা। তাকে কখনোই এর জন্য উৎসাহিত করবে না। অলিম্পিক গেমসেও মুসলিম মেয়েদের সাঁতারে অংশগ্রহন খুব একটা দেখা যায় না। আর ইসলাম মানলে অলিম্পিকে মেয়েদের সাঁতারও সম্ভব না। কারণ তাদের সাঁতার এর দৃশ্য টিভিতে টেলিকাস্ট হবে। হাজারো লক্ষ পুরুষ দর্শক ঐ মেয়েদের হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটার দৃশ্য দেখবে। এটা নিষিদ্ধ।

### ইসলাম মেনে কি মেয়েদের পক্ষে বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব?

না! অসম্ভব! প্রথমত যে মেয়েটি শৈশব থেকে বোরখার অন্ধকারে বন্দী সে মেয়েটির অভিভাবক কোনদিন তাকে বিজ্ঞানী হওয়ার প্রতি উৎসাহ দিবে না। বরং তাকে সবসময় বিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর চিন্তায় রত থাকবে। ইসলামই সে চিন্তায় রত থাকতে বলেছে। তাছাড়া একজন মহিলা বিজ্ঞানী বোরখা-হিজাব পরে সবকাজ করতে পারবে না। সে বড় কোন বিজ্ঞানী হলে তাকে দেশের বাইরে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান করতে হতে পারে। অথচ নারীদের একা একা ভ্রমণ জায়েজ নয়। তাকে বিভিন্ন সময় পুরুষ বিজ্ঞানীদের সাথে কাজ করতে হবে। এটাও জায়েজ নয়। মহানবী (সা:) বলেছেন , *‘খবরদার! তোমরা অবাধে মেয়েলোকদের মধ্যে যাতায়াত করোনা’* [বুখারি, মুসলিম]

তাছাড়া ইসলামি সমাজ মেয়েদের বিজ্ঞানী হওয়ার কথা শুনলেই বলবে, ‘না! না! দরকার নাই! মেয়েরা থাকবে পর্দার অন্তরালে’ যদি একজন নারী জীববিজ্ঞানী হয় এবং সে যদি নিজের শরীরের উপর কোন পরীক্ষা চালায় তবে তার পুরুষ সহকর্মী তা দেখে ফেলতে পারে। এটা জায়েজ নয়। তাছাড়া যুগ যত এগোবে ততই বৈজ্ঞানিক গবেষণার নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা জটিল হবে। ১৪০০ বছর আগের ইসলাম ধর্মের নিয়ম ১০০% মেনে এসব করা দুরূহ হয়ে পড়বে।

### ইসলাম মেনে কি মেয়েদের পক্ষে ব্যায়াম করা সম্ভব?

না! অসম্ভব! তথাকথিত ‘পর্দা করে’ মেয়েদের ব্যায়াম করা সম্ভব নয়। বোরখা-হিজাব পরে একটি মেয়ের পক্ষে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করা সম্ভব না। আর সম্ভব যদি হয়ও, তারপরও তার থেকে শার্ট-প্যান্ট অথবা ব্যায়ামের পোশাক পড়ে ব্যায়াম করাটাই অধিক উত্তম ও সহজ হবোয়ে মেয়েটি শৈশব থেকেই বোরখার অন্ধকারে আচ্ছন্ন সে মেয়েটির মাথায় কি কখনো জিমে গিয়ে ব্যায়াম করার চিন্তা আসবে? যে মেয়েটি তার স্বামী, ভাই, পিতা ছাড়া জীবনে আর কোন পুরুষ দেখে নাই সে কিভাবে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করবে?

### ইসলাম মেনে কি মেয়েরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে পারবে?

না! পারবে না! মেয়েদের একা একা বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ ইসলামে। আগেই বলেছি। হাদিসে আছে, ‘যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে মাহররাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও একরাতের পথ ভ্রমণ করা জায়েজ নয়’<sup>[বুখারী]</sup> যে মেয়ে ছোটবেলা থেকেই বোরখা পরে, পরপুরুষের সামনে আসে না সে মেয়ে কখনো বিদেশে পড়তে যাওয়ার কথা চিন্তা করবে না। তার বাবামাও মেয়েকে একা একা বিদেশে পড়তে যেতে দিবে না। এটা জানা কথা। ধরা যাক মেয়েটি বিবাহিত। ইসলামে ঘরের কাজ করা, রান্নাবান্না করা, স্বামীর খেদমত করা, বাচ্চা পালন করাই নারীর আসল দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব বিঘ্নিত হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না। অথচ একজন বিবাহিত নারী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গেলে অথবা চাকরী করতে গেলে এসব দায়িত্ব বিঘ্নিত কিছুটা হবেই। তাছারা স্বামী-শ্বশুড়বাড়ি যদি বিদেশ যেতে নিষেধ করে তবে সেটা মেনে নিতে হবে কারণ, ‘পুরুষ নারীর কর্তা’<sup>[সূরা নিসা ৪:৩৪]</sup> তাছারা নারী বিদেশে গেলে বহু পুরুষলোক তাকে দেখবে, তার সাথে কথা বলবে। এগুলো ইসলাম সমর্থন করেনা। নারীকে থাকতে হবে অন্দরমহলে, পর্দার মধ্যে। বিদেশে যাওয়ার সময় প্লেনে ঐ নারীর পাশের সিটে একজন পরপুরুষ বসতে পারে। এটাও জায়েজ নয়। তাই ইসলাম মেনে একজন নারীর পক্ষে উচ্চশিক্ষা বা চাকরীর জন্য বিদেশে যাওয়া অসম্ভব।

অনেকে বোকার মত বলতে পারেন , ‘নবীজী তো বলেছেন জ্ঞানার্জন করতে হলে সুদূর চীন দেশে যাও। তাহলে নিশ্চয় ইসলাম নারীকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার অধিকার দিয়েছে।’ কিন্তু আসল ব্যাপার হল এই হাদিসটি মূলত পুরুষের জন্য। নারীদের জন্য হলে নবীজী আলাদাভাবে ‘স্ত্রীলোকেরা’ উল্লেখ করে দিতেন। আর যদি ধরে নেই এই হাদিসটি নারীপুরুষ সবার জন্য তাহলেও নারীর পক্ষে বিদেশে যাওয়া সম্ভবনা কারণ ইসলাম নারীকে যেসব কঠোর রক্ষণশীল বিধিনিষেধ মানতে বলেছে তা মানলে তার পক্ষে বিদেশে পড়তে যাওয়া সম্ভব না। সেটা আগেই বলেছি।

### ইসলাম মেনে কি নারীদের দোকান চালানো সম্ভব?

না! অসম্ভব! কারণ ইসলাম যেভাবে সমাজ কাঠামো গঠন করতে বলেছে, নারীকে যত কঠোর রক্ষণশীল বিধান মানতে বলেছে, সেসব অক্ষরে অক্ষরে পালন মেনে নারীর পক্ষে দোকান চালানো সম্ভব না। তা সে যেরকম দোকানদারই হোক না কেন।। প্রথমত হতে হলে সেরকম মানসিকতা লাগবে। যা কখনোই ইসলামি সমাজের একটি মেয়ে অর্জন করবে না। সমাজ কখনোই একটি মুসলিম মেয়েকে দোকানদারী করতে উৎসাহ দিবে না। পুরুষতান্ত্রিক ইসলামি সমাজ কখনো সবসময় তাদের বোঝাবে যে ‘মেয়েমানুষ দোকানদার হয় না’। পর্দাপ্রথাই নারীকে অন্তরমহলে থাকতে মদদ দিবে। তাছাড়া একজন মেয়ে যদি সার্বক্ষণিক ইসলামি নিয়ম মানতে সচেষ্ট থাকে তাহলে তাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে কত কম পরপুরুষের সামনে আসা যায়, কত কম তাদের সাথে কথা বলা যায়। অথচ দোকানি হতে হলে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সাথে দেখা হবে। সাক্ষাত হবে, কথা হবে। সেই মানুষগুলোর মধ্যে অনেক পুরুষও আছে। কিন্তু ইসলামের নিয়ম হচ্ছে সার্বক্ষণিক নারী ও পুরুষকে আলাদা করে রাখা। তাই ইসলাম মেনে নারীর পক্ষে রডের দোকান চালানো, সিমেন্টের দোকান চালানো, শপিং মলে সেলস গার্লের কাজ করা, মুদির দোকান চালানো ইত্যাদি অসম্ভব।

## ইসলাম মেনে কি নারীদের পক্ষে প্রকৌশলী হওয়া সম্ভব?

না! অসম্ভব! প্রকৌশলী হতে হলে নারীকে ঘরের বাইরে নিয়মিত গমন করতে হবে। field work করতে হবে। বহু পুরুষ সহকর্মীর সাথে কথা বলতে হবে, তাদের সামনে আসতে হবে। ইসলাম ৯০-১০০% মানতে গেলে এসব কাজ করা সম্ভব না। ইসলাম নারীকে ঘর-সংসার করতে বলেছে। স্বামীর সেবা করতে, রান্না-বান্না করতে, শিশুশুশ্রূষার সেবা করতে, সন্তান জন্মদান ও লালন পালন করতে তাগিদ দিয়েছে। [ দ্র : সূরা আহজাব ৩৩:৩৩, ৩৩:৫৯, সূরা নূর ২৪:৩১, সূরা নিসা ৪:৩৪] তাই islamic minded পরিবার কখনো মেয়েরা প্রকৌশলি হয়ে field এ কাজ করুক এটা চাইবে না। বরং সবসময় ঐ মেয়েকে কত পর্দার মধ্যে রাখা যায় ,কত কম পরপুরুষের সামনে আসতে হয় সেই চেষ্টাই করবে। তাই ইসলাম মেনে একটি মেয়ের পক্ষে প্রকৌশলী হওয়া সম্ভবনা।

## ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে কবি-সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব?

না! অসম্ভব! প্রথমত কবি-সাহিত্যিক হতে হলে প্রতিভা লাগে। কিন্তু ইসলামি সমাজে নারীর প্রতিভাগুলোকে কুঁড়ে কুঁড়ে অন্ধুরে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। নারীর প্রতিভা বিকাশের কোন কোন উপায় নেই সেই সমাজে। যে সমাজে শৈশব থেকেই নারীকে ‘পর্দানশিন নারী’রূপে গড়ে তোলা হয়, বোরখার অন্ধকারে রাখা হয় সে সমাজ স্বভাবতই নারীকে বিয়ে দিয়ে শিশুশুশ্রূষা নামক কারাগারে পাঠাতে চাইবে। রান্না-বান্না, স্বামী-শিশুশুশ্রূষার সেবা, ঘর পরিষ্কার, সন্তান উৎপাদন- এসবের মধ্যে যখন একজন নারী গন্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তার ভেতরকার প্রতিভাগুলোও বিনষ্ট হয়ে যেতে থাকে। লেখালেখি করবো, সাহিত্যিক হবো- সে কখনোই এই প্রেরণা পাবে না। কখনো চিন্তাই করে দেখবে না। একজন নারী যদি বই লেখেন তাহলে বইমেলায় স্টলে তার বই আসলে তাকে সেখানে বসতে হবে, ভক্তদের অটোগ্রাফ দিতে হবে। অসংখ্য

পুরুষ তাকে দেখবে। অথচ এটা নিষিদ্ধ ইসলামে। মহিলারা পুরুষের ভীড়ে যাবে না এটাই ইসলামের নিয়ম। সুতরাং সে বই লিখে বইমেলায় গিয়ে ভক্তদের অটোগ্রাফ দিবে এটা ভাবাই কল্পনাতেই ইসলামি সমাজে।

### ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়(যেমন অলিম্পিক গেমস) অংশগ্রহণ করা সম্ভব?

না! অসম্ভব!। বোরখা-হিজাব গায়ে দিয়ে একটি মেয়ের পক্ষে অলিম্পিকে খেলা অসম্ভব। সে যেই খেলাই অংশ নিক না কেন। ‘মেয়েরা শরীর ঢেকেই তো খেলছে’- একথা বলা চরম ভণ্ডামী। যেসব মেয়েরা ‘শরীর ঢেকে’ খেলছে (যেমন ইরানি মেয়েরা) তাদেরও প্রকৃতপক্ষে পর্দা হয়নি। কারণ তাদের শরীর ঢাকা পোশাক বেশ আঁটশাঁট। এটা নিষিদ্ধ। তাদের শরীর ঢাকা পোশাক হলেও পা দুটো কিন্তু আলাদাই রয়ে গেছে। কিন্তু পর্দা প্রথা সঠিকভাবে মানতে গেলে পা দুটো একসাথে এক কাপড়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাছারা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি পরপুরুষের সামনে নিষিদ্ধ। [দ্র : সূরা নূর ২৪:৩১ এর শেষাংশ] অলিম্পিকে যখন মেয়েরা খেলে তখন সেখানে হাজার হাজার পুরুষ দর্শক থাকে। পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক থাকে নারীদের পাশাপাশি। আর অলিম্পিক আয়োজক কমিটি কখনোই মুসলিম মেয়েদের জন্য আলাদা খেলাধুলার ব্যবস্থা করবে না। কারণ অলিম্পিক গেমস একটি আন্তর্জাতিক আসর। কোন বিশেষ ধর্মের বিধান অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয় না। অলিম্পিকে অংশ নিতে হলে সকল যোগ্যতা সম্পন্ন একজন মেয়েকে দূর দেশ পাড়ি দিতে হবে। তার দলে অনেক পুরুষ এথলেট থাকতে পারে। অথচ ইসলামে মেয়েদের একা একা অথবা বেগানা পুরুষসহ ভ্রমণ নিষিদ্ধ। একটি islamic minded family জীবনেও তাদের মেয়েকে অলিম্পিকে পাঠানোর কথা চিন্তা করবে না যদি সে অলিম্পিকে অংশগ্রহণের যোগ্য হয়ও। কারণ পর্দা। সবচেয়ে বড় কথা হলো ইসলামি সমাজে মেয়েদের খেলাধুলারই কোন ব্যবস্থা নাই। সমাজ-পরিবার যদি সবসময় এই চিন্তায় মগ্ন থাকে যে কিভাবে মেয়েকে পর্দার মধ্যে রাখা যায়, পরপুরুষের সামনে আসা বন্ধ করা যায়, সে সমাজ-পরিবারের মেয়েরা কি

কোনদিন খেলাধুলার অংশগ্রহন করার কথা কল্পনা করে দেখবে? আর বোরখা-হিজাব পড়ে কি খেলাধুলা করা সম্ভব?

(চলবে)